দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 3 1 1999 ..
পৃষ্ঠা ..9.. কলাম ..8......

32

চয়নিকা বিদ্যাপীঠ একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে সমাজের শ্রমজীবী, বিত্তহীন, দরিদ্র ও এতিম শিশু-কিশোরদের শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ 'চয়নিকা বিদ্যাপীঠ'-এ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীসহ বিনা বেতনে কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে ৮টা পর্যন্ত আরবী, সকাল ৯টা হইতে ১২-১০ মিঃ পর্যন্ত নার্সারী হতে তৃতীয় শ্রেণী এবং দুপুর ২টা হইতে ৫-১০ মিঃ পর্যন্ত নার্সারী, ১ম, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে শিক্ষাদান করে আসছে। তবে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে অন্বেষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে অন্বেষার সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে আল মামুন প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। জনাব মামুনের চোখে ত্রুটি থাকার কারণে ভাল দেখতে পান না, তথাপি তিনি দিন-রাত এ প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যাপীঠটি একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করলেও আজও এর উল্লেখযোগ্য তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কোন মহৎ ব্যক্তি বা সংগঠন আজও এগিয়ে আসেনি এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য। উল্লেখ থাকে যে, ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার অত্র বিদ্যাপীঠ-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৯৯৩ ইং থেকে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী এবং বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম সম্মানী ভাতা মঞ্জুর করে আসছে। বর্তমানে বিদ্যাপীঠের সকল শিক্ষকই অবৈতনিক হিসেবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? শিক্ষকদের যদি যুক্তিযুক্ত সম্মানী দেয়া যেতো তবে তারা হয়তো আরও বেশী সময় দিতে পারতেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের প্রত্যেকেরই জীবিকার জন্য অন্য পেশার উপর নির্ভর করতে হয়। তবুও ওরা শিক্ষা চায়। শিক্ষার আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে চায়। কিন্তু ওরা অতিক্রম করতে পারে না সীমাবদ্ধতা। যারা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কথা বলেন, ওদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সাধ্য যাদের আছে তাদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ওদের জন্য বড়ই প্রয়োজন, অন্যথায় হয়তো ওরা একদিন হারিয়ে যাবে অন্ধকারে অনিশ্চয়তায়।

—এ কে আল-মামুন,
সাধারণ সম্পাদক, অন্বেষা।